রোজার গুরুতত ও ফজিলত

-রোজার আরবি নাম সাওম বা সিয়াম, অরথ কোনকিছু থেকে বিরত থাকা ।

-ফরজ রোজার হুকুম কখন আসে: ৬২৪ ইংরেজী সনের প্রথম দিকে । হিজরতের দেড় বছর পর, নবুয়তের ১৬ বছরে ।

-রোজা ফরজ হবার বয়স: ছেলেরা সাবালক হলে বা ১২ বছর বয়স, মেয়েরা সাবালিকা হলে বা ১৫ বছর বয়স ।

-রোজার মাসের গুরুততপূরণ ঘটনা: কুর'আন নাজিল, লায়লাতুল কদর, রোজা ফরজ হওয়া, মক্কা বিজয়, তাওরাত, ইনজীল ও যাবুর নাজিল ইত্যাদি ।

"There is a gate in paradise Called Ar-Raiyan, and those who observe saum (fasts) will enter through it on the day of Resurrection and none except them will enter through it."
Bukhari Hadis no.1896

"All the deeds of Adam's sons are for them, except Saum which is for me, and I will give the reward for it." Bukhari Hadis no. 1904.

"যে আললাহকে খুশি করার জন্য রোজা রাখে তার পূরবের সব সগীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় ।" বুখারী, মুসলিম।

"যে ব্যাক্তি কোন শরয়ী ওযর অথবা রোগ ব্যতীত রমযানের একটি রোজা ছেড়ে দেবে সে যদি সারা জীবন ধরে রোজা রাখে তবুও তার ক্ষতি পূরন হবে না ।" আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

(ইয়া আইয়ুহাললাজিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাললাজিনা মিন কাবলিকুম লায়াললাকুম তাততাকুন । বাকারা-১৮৩) - হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরুপ করা হয়েছিল তোমাদের পূরব বরতি লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অরজন করতে পার ।

"রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সঠিক পথনিরদেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পারথক্য বিধানকারী । কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে ।" আল-বাকারা - ১৮৫ ।

রমযানের রোযার নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمُ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ

فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ الشَمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(নাওয়াইতুয়ান আসুমু গাদাম মিন শাহরি রামাদানাল মুবারাকি ফারদাললাকা ইয়া আললাহু ফাতা কাববাল মিননি ইননাকা আনতাস সামিউল আলিম) - আমি আগামীকল্য পবিত্র রমযান শরীফের একটি ফরজ রোযা রাখিবার মনসথ করিলাম । হে খোদা তাআলা ! সত্যই তুমি শ্রবণকারী ও গ্যানী, উহা আমা হইতে কবুল কর ।

ইফতারের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَافْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ○

(আললাহুমমা সুমতু লাকা ওয়া তাওয়াককালতু আলা রিজকিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন)

- এলাহী! আমি তোমারই খুশীর জন্য রোযা রাখিয়াছিলাম এবং তোমারই উপর ভরসা করিয়াছি ও তোমারই অনুগ্রহ দারা ইফতার করিতেছি । হে, রহমান, রহীম ।

তারাবীহর নামাজে প্রতি চারি রাকাত পরপর পড়িতে হয়:

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّتِ وَالْعَظْمَتِ وَالْهَيْبَتِ

وَالْقُدْرَتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمُلْكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَ يَنَامُ

وَلاَ يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَتِ وَالرُّوْحِ○

(সুবহানা যিলমুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা যিল-ইযযাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত । সুবহানাল মালিকিল হাইয়িললাযী লা ইয়ানামু ওয়াল ইয়ামুতু আবাদান আবাদান সুববুহুন কুদদুসুন রাববুনা ওয়া রাববুল মালায়িকাতি ওয়াররুহ)

আমি তাহারই পবিত্রতা বয়ান করিতেছি যিনি রাজ্য ও ফেরেশতাকুলের করতা । আমি তাহারই পবিত্রতা ঘোষনা করিতেছি যিনি সমুদয় সমমানের অধিকারী, মহীয়ান, ভয়দাতা, ক্ষমতাশালী, গোরবাননিত ও ব্রিহওম । আমি সেই চিরজীবী বাদশাহের পবিত্রতা প্রচার করিতেছি যিনি নিদ্রা যান না ও অমর, তিনি পবিত্র, তিনিই আমাদের প্রতিপালক এবং ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের পালনকরতা ।

আজকের আমল:

سُبْحَانَ اللّٰه (সুবহানাললাহ) - আললাহ পবিত্র ।

وَالْحَمْدُ لِلّٰه (আলহামদুলিললাহ) - সমসত প্রশংসা আললাহর জন্য ।

وَلَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ (লা ইলাহা ইললাললাহ) - আললাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই ।

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (আললাহু আকবার) - আললাহ সবচেয়ে বড় ।

উপরের কালেমাগুলি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে ১০০ বার করিয়া পড়িলে ইনশাললাহ জাহাননামের আগুন থেকে বেচে জাননাতে যাওয়া যাবে । কিয়ামতের দিন এই কালেমাগুলি ইহাদের পাঠকারীদের সামনে সামনে থাকিবে ।

নামায ও মাসলা: ওযুর ফরজ ৪টি -(১) সমসত মুখমনডল একবার ধোয়া (২) কনুই সহ একবার উভয় হাত ধোয়া । (৩) মাথার ১/৪ ভাগ একবার মছহে করা (৪) টাখনা সহ উভয় পা একবার ধোয়া।

সুরা ফাতেহা ও তার অরথ-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিললাহির রাহমানির রাহিম)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আললাহর নামে শুরু করছি ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আলহামদু লিললাহি রবিবল আলামিন)

যাবতীয় প্রশংসা আললাহ তা'আলার যিনি সকল স্রিষটি জগতের পালনকরতা ।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (আর রহমানির রাহিম) যিনি অত্যনত মেহেরবান ও দয়ালু ।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (মালিকি ইয়াওমিদিদন) যিনি বিচার-দিনের মালিক ।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাসতাঈন)

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রারথনা করি ।

اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (ইহ দিনাস সিরাতল মুসতাকিম) -আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (সিরাতল লাজিনা আন আমতা আলাইহীম)

সে সমসত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ ।

غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (গাইরিল মাগদুবি আলাইহীম ওয়ালাদ দললীন)

তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষট হয়েছে ।